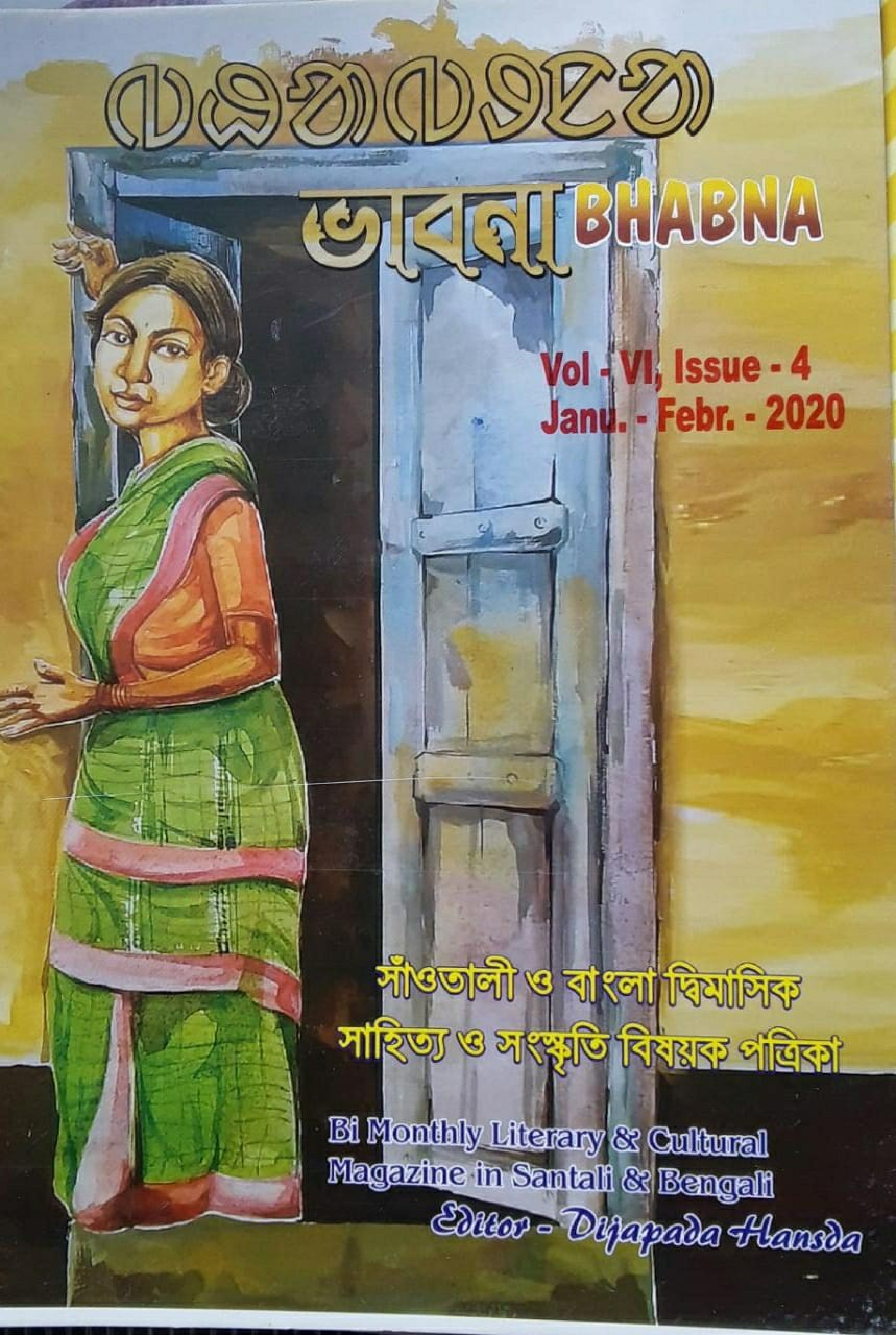

ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ

ভাবনা BHABNA

Vol - VI, Issue - 4
Janu. - Febr. - 2020

সাঁওতালী ও বাংলা দ্বিমাসিক
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

Bi Monthly Literary & Cultural
Magazine in Santali & Bengali

Editor - Dijapada Hansda

[illegible]

ভাবনা BHABNA

Bi Monthly Literary & Cultural Magazine in Santali & Bengali

Editorial Board

Advisor
Mr. Sari Dharam Hansda

Editor
Mr. Dija pada Hansda

Sub Editor
Mr. Sukdeb Hembram
&
Mr. Tikaram Tudu

Treasurer
Mr. Jaleswar Kisku
&
Mr. Mahadeb Tudu

Member
Dr. Babulal Tudu
Asst. Prof. Naran Chandra Murmu
Mr. Tufan Hansda
Mr. Gobinda Murmu
Mr. Dakhin Saren
Mr. Bhabrai Saren
Mr. Gorachand Saren
Mr. Anil Kumar Tudu
Mr. Suklal Mandi
Mr. Bimal Saren
Mr. Bablu Saren
Mr. Sanjay Kumar Tudu
Mr. Pannalal Hansda
Mr. Gouranga Hansda
Mr. Buddhadev Baskey
Mr. Biswanath Saren
Mr. Ganesh Chandra Saren
Mr. Lasa Tudu
Mr. Rabindranath Saren

Vol-VI Issue - 4 Janu-Febr. 2020

[illegible] — 1-2
[illegible] 'SILI' [illegible]
Tikaram Tudu — 3-8
[illegible]
Anjali Kisku - 8-12
[illegible]
Bablu Saren — 12-15
[illegible]
Gorachand Mandi - 15-16
[illegible]
Dr. Gangadhar Hansda - 16-17
[illegible]
Anadi Charan Hembram - 17
[illegible]
Sari Dharam Hansda - 17-18
[illegible]
Sanatan Tudu - 18
[illegible]
Suchitra Hansda - 18-19
[illegible]
Haralal Murmur - 19
[illegible]
Suchanda Hansda - 19
[illegible]
Dugai Tudu - 19
[illegible]
Anjali Kisku - 19

বাংলা

বাস্কে রামসুন্দরম প্রণীত গ্রন্থ
''সাঁওতালী ভাষার আলোকে
বিশ্ব সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে''
- গোমস্তা প্রসাদ সরেনের লেখা প্রস্তাবনা - ১৯-২১

(11 [illegible]. 1750 – 13 [illegible]. 1785) (2 [illegible]. 1929 – 18 [illegible]. 1996)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 200/- [illegible] Life Time 1500/- [illegible]

[illegible]

[illegible]

'SILI' [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (SILI-

[illegible] 28,Nov.-Dec,2019) [illegible] ।

[illegible]—

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] ;

[illegible] ।'([illegible] —198,199,200,201) ।

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible] ।

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 3rd year Final Examination. [illegible] ।

[illegible]

Invite Card [illegible] Time [illegible]

[illegible]

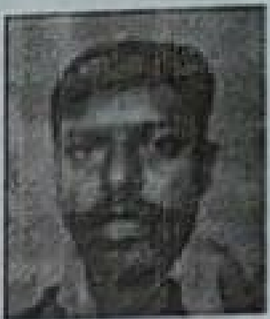

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1)

[illegible]

(2)

[illegible]

বাস্কে রামসুন্দরম প্রনীত গ্রন্থ ''সাঁওতালী ভাষার আলোকে বিশ্ব সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে''

- গোমস্তা প্রসাদ সরেনের লেখা প্রস্তাবনা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

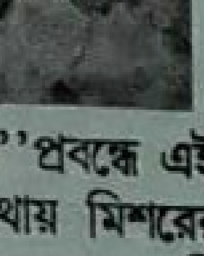

''মিশরীয় সভ্যতার সংস্কৃতি বনাম সাঁওতালী সংস্কৃতি'' প্রবন্ধে এই গ্রন্থের লেখক-অন্যান্য মিশরীয় সভ্যতার পত্তন কোথায় মিশরের পৌরানিক কাহিনি কিম্বদন্তী সূত্র ধরে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী অনুগামীদের নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

লেখক বাস্কে রামসুন্দরম মিশরীয় দেব দেবী কৃষ্টি এবং

মিশরীয় ভাষা সংস্কৃতির সাহিত্য সাঁওতালী দেব দেবী কৃষ্টি এবং ভাষা সংস্কৃতি তুলনামূলক আলোচনা প্রয়াস করেছেন।

থালার আকৃতির 'সূর্য'কে মিশরীয়রা 'আতেন' বলে। সাঁওতালীতে 'আটেং' (বিস্তরণ/প্রসারণ) বলা হয়। 'উদিয়মান' সূর্য কে 'খেপরি'সাঁওতালী 'রাকাপ'বিপর্যস্ত রূপ রি+খে+প > রিখেপ > রাকাপ হয়েছে। মধ্যাহ্ন সূর্য কে 'রা' বলা হয়। সাঁওতালী তে রাং। তারা সিং (মধ্যাহ্ন সূর্য) মানে আর্ক্কেক/মধ্যবর্তী এবং সিং মানে দিবাকর (সূর্য)।এই 'রা' হেলিওপোলিসের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। অস্তগামী সূর্যের নাম 'আতুম'। সাঁওতালীতে 'ঞুত' তে 'উনুম' নুতুন (ঞুতুম)। অন্ধকারে নিমজ্জমান সূর্য বা অস্তগামী সূর্য। নুং>ঞুত (NIGHT) ঞিদী মানে অন্ধকার রাত্রি।

মিশরীয় পৌরানি কিম্বদন্তী-মিশরীয়রা কল্পনা করতেন আদিকালে এই মহাবিশ্ব বিস্তৃত আদিম মহাসমুদ্র ছিল। নাম দিয়েছেন 'নান' কে সাঁওতালীতে 'নাই' (মহাসমুদ্র)। সাঁওতালী ভাষাবিদ্যা অনুসারে 'নাই' এর আদি রূপ ছিল-'নীড়' বা 'নীড়' বাসা। অর্থাৎ গর্ভাশয় (এখানে ভূগর্ভ)।

সাঁওতালীতে মেয়েদের গর্ভস্থলীকে 'নীড়হি' বলা হয়। এই ভূগর্ভ থেকে প্রাকৃতিক কারনে জল নিঃসরন হয়ে প্লাবন আকার ধারন করে। তখন 'বাড়'(বন্যা) বলা হচ্ছে। বন্যা স্থির শান্ত সমুদ্রের ধারন করলে 'নাইদাঃ' (নানদাঃ) বলা হচ্ছে। অর্থাৎ বিপদের কোন ভয় নেই। 'নাইদাঃ' যেখানে বাসা বেঁধে আছে (নীড়হি) সেখানে জীব কূলের সুস্থির নিঃশ্বাস তথা আনন্দের কলরব আরম্ভ। এটাই তো আনন্দ। নাই দাঃ > নানদাঃ (স্থির সমুদ্রের জল)=>নন্দ। 'আ' উপসর্গ (আ+নন্দ)। যিনি আনন্দ দান করলেন তিনিই নাই > নায়ো > আয়ো (মা) মহাসমুদ্রের মা।

সাঁওতালীতে 'নায়ো' বা 'আয়ো' মানে মা (Mother)। এই নায়োকেই বাংলায় 'মায়ো' বা 'মায়া' তথা মহামায়া উমা বলা হচ্ছে। যিনি তার সন্তানকে জলময় সমুদ্রে গর্ভস্থল হতে ত্রান করছেন। সাঁওতালী সৃষ্টিতত্ত্বের ট্রাডিশন অনুসারে মানুষের সৃষ্টি 'জোলোঃকার'(মহাসমুদ্রের) মধ্যে এবং পুনরায় বিলীন হবে মহা সমুদ্রের মধ্যেই। এটাই তাদের বিশ্বাস।

'উমা' হচ্ছে মহাসমুদ্রের দেবী। সদা সর্বদা স্নানরত। স্নানকে সাঁওতালীতে বলা হয় 'উম্' (উমঃ=স্নান করা) সমুদ্রের মধ্যে সলিল সমাধিস্থ্ বা বিলীন হয়ে গেলে তাকে সাঁওতালীতে বলা হচ্ছে উনুম। উনুম শব্দ উন্মঃ > উম্মা >আম্মা (কন্নড়) উমা (বাংলা) গঠিত হয়েছে।

ডুবন্তকে যখন জল থেকে 'ত্রান' করছে তখন হচ্ছে দাঃ+ওয়ার (জল থেকে তুলে আনা) > দঃওয়ার গে > দরগে > দুরগে=দূর্গা। জলের প্লাবন দাঃ+বাড় > দাবা > দাবী > দেবী - মানে - বন্যা, প্লাবন, বিপদ - বা দইব > দৈব (Devil)।

ভাষাবিদ্যা অনুসারে 'নাইদা' বা নানদাঃ=নন্দ (পরিস্কার জলে) স্নানরত সন্তান। হাসিখুসি ভাব। বিপরীত হচ্ছে মন্দ। মন্দ বা মান্দা। 'মান্দা' অর্থাৎ 'মাডি দাঃ' কাদা জল(Mud=কাদা) অর্থাৎ 'মাডি দাঃ' কিম্বা সাঁওতালীতে 'দাঃ মাডি' অর্থ দ্রবীভূত মাঁড়ভাত। মান্দা মানে সর্দিকাশি। 'দাঃ মাড়া' জল কাদা মাড়ানো। জল ঘোলা করা। গর্ভাশয় বা মহাসমুদ্রের জলসিক্ত মাটিকে সাঁওতালীতে 'নাড়কা হাসা' বা নীড় কা হাসা মানে জন্মলগ্নে ভূগর্ভস্থ হতে যে লাল কালচে রং এর উদ্ভূত হয়েছিল। তাকেই নাড়কা হাসা বলা হচ্ছে। সম্ভবত দূর্গা পূজার সময় যে বৈশ্যাঘরের মাটি লাগে সেটাই মঙ্গল তথা বসমতার মাটি।

'নাড়কা হাসা' দিয়ে মাথার চুল 'নাহানের' (স্নানের) সময় লোকে পরিস্কার করে থাকে। সাঁওতালদের বিবাহ মৃত্যু ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানে 'নাড়কা হাসা' অনবদ্য পূজা সামগ্রী অপরিহার্য।

সাঁওতাল সমাজে নবজাতক শিশু জন্মালে নামকরণ অনুষ্ঠান 'নারতা ছাঁটয়াঁর' অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মা এবং নবজাতকের মধ্যে 'নাড়' (নাঁড়ি) লাড় কাট্ওয়া (অপভ্রংশ রূপ) 'নারতা ছাঁটয়াঁর ' অনুষ্ঠান হয়।

'নাড়' যে কাটে তাকে নায়ো (মা) বলে সম্বোধন করা হয়। 'নায়' (ন্যায়) বা নাঁই অর্থাৎ মঙ্গল। মঙ্গল কর্ম (ন্যায় কর্ম)যে করে তাকে সাঁওতালীতে নায়কে পুরোহিত বলা হয়। সাঁওতাল সমাজে মেয়েরাই পুরোহিত। ছেলের নারতা ছাঁটয়াঁর ৫ দিনে এবং মেয়ের ৩ দিনে করা হয়। গ্রামের সকলকে আমন্ত্রন করে শিশু (মিরু)র নামকরণ করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তারপর 'নিম দাঃমাডি' দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। শুদ্ধতার প্রতীক নিম পাতা দিয়ে মাড়ভাত (আমানী) তৈরি করা হয়। 'নিম দাঃমাডি' হচ্ছে ভূগর্ভস্থ হতে স'ারিত অথবা শিশু প্রসবকালীন নির্গত রস -জল কাদা (কর্দমাক্ত) বিশিষ্ট অমৃত সমপানীয় তথা নীর (জল Mineral Water-পরিশুদ্ধ জল) নিমদাঃ Mineral water নানদা-উনুম > নুম=নিম দাঃ এবং মাডি অর্থাৎ Mud (জলকাদা)। জলে যে জন্মায় জলজ প্রানী-বিশেষ করে মাছকে তাই 'মীন' বলা হয়।

শিশু গর্ভের জলাশয় নীড়হি (নীড় বা বাসা)থেকে জন্ম গ্রহন করে তাই 'মিরু' বলা হয়। টিয়া পাখির জন্ম হয় গাছের কোটোরে। (নীড়/কক্ষ/বাসা) তাই তাকে সাঁওতালীতে বলা হয় কাঞডে মিরু (কন্দর মিরু)। গাছের কন্দর ভূগর্ভস্থের মতো পরিশুদ্ধ বাসা বা নীড় হতে জন্ম নিচ্ছে বলে তাকে মিরু (Mineral) বলা হচ্ছে। শিশু নিরাপদ নয়,কর্দমাক্ত বিভিন্ন দূষিত জৈবিক বর্জ্য রসে আসিক্ত সুস্থ্ নির্মল করার জন্য 'নিম দাঃ মাডি' দিয়ে পরিশুদ্ধ করা হয় বৈজ্ঞানিক সম্মত ভাবে।

সিঞবঙ্গা সাঁওতালদের কাছে 'অগ্নির গোলা' (সেঁগেল বড়হো) সেঁগেল বুরু অগ্নি পর্বত Ball of fire or ring of fire তাই মারাং বড়হো মারাং বুরু (আগ্নেয় গিরি)। হয়েছে। সিঞ বঙ্গা যখন মহা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা রূপে উদিত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে সিসিরজ ইচ্ (সৃষ্টিকর্তা) Creater of univere এবং তার সৃষ্টি কে বলা হচ্ছে সিরজনপুরি (মহাবিশ্ব)। এবং তার স্ত্রী হচ্ছে সাড়াসাত্তিঞ সার (সরস্বতী) Surface of earth. ইনিই আর এক স্তম্ভ।

যখন জীব সৃষ্টিকর্তা তখন সিঞবঙ্গা ঠাকুর, স্ত্রী ঠাকরান। যখন সিঞবঙ্গা লালন পালনকারী তখন মারাংবুরু, স্ত্রী জবরা-বড়হি। বড়হি মানে বড়হো। স্ত্রী লিঙ্গে বড়হি। জবরা = জ (ফল) + বাহা (ফুল) + এ্যর (রোপোনকারী) 'জ' বা জাং (বীজ) 'এ্যর' রোপোনকারী-জাং এ্যর এ্যরা > জাহের এরা এই দুই সৃষ্টিকর্তা কর্ত্রীর সৃষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডই হচ্ছে 'সিঞ' (অগ্নি) 'সার' র পৃথিবীর জল - স্থল তথা জীব নির্জীব পার্থিব বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেব দেবী। সিং+সার=সংসার। সাঁওতাল কিম্বদন্তী-আদিতে কঙ্করময় জলহীন ধরিত্রীকে সাজানোর বাসনায় ঠাকুরজিউ একদিন সহধর্মীনিকে নিয়ে ধারতিপুরি (ধরিত্রী)এসে কিছু মাটি দিয়ে দুটো মানব তৈরি করলেন।

নাম নিগুড়িয়া, নিমুড়িয়া। এদের জীবন দান করার আগেই 'সিঞ সাদম' এসে পদপিষ্ট করে নষ্ট করে দেয়।

এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন জল।বারহি হাপা দিয়ে দেবতাদের জলের ব্যবস্থা করতে বলেন। দেবতারা জল বের করতে পারছিল না। সিঞবঙ্গার তৈরি গজমতি হাতিকে সরগপুরি থেকে আনা হল। হাতিটি বারহি হাপা (ব্রহ্মাস্ত্র) পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতেই ভকভক করে জল প্রবল বেগে বের হতে লাগল। মহাপ্লাবনে পৃথিবী হয়ে গেল মহাসমুদ্র। পরে জলোচ্ছাস স্তিমিত হল। জলজ প্রানী, লতা গুল্ম বৃক্ষ শাখাদির সৃষ্টি হল। মহাপ্লাবনের জলে ঐ-দুই শিশু পূর্বের কোন দ্বীপপুঞ্জে ভেসে উঠেছিল।পরবর্তীতে ওই দুটি শিশুই দেব বংশী ও যদুবংশী বলে জানা যায়।

কিন্তু সাঁওতালদের বেলায় 'সিঞবঙ্গা' (ইশ্বর) জলাকার (সমুদ্রে) স্নানরত অবস্থায় তার গায়ের ময়লা হতে হাঁস হাঁসিল পক্ষীদ্বয় তৈরি করলেন।হাঁস দ্বয়ের দুটো ডিম হতে মানব শিশুর জন্ম হল করম উপর। তারাই সাঁওতালদের আদি মানব মাতাপিতা। পাহিলিচ্ হাড়াম পাহিলিচ্ বুড়হি - পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়হি নামে পরিচিত।

পিলচু হাড়াম - পিলচু বুড়হি নামের বুৎপত্তিগত সাঁওতালী ভাষার আলোকে এই রূপ-সাঁওতালীতে চুপি মানে লেজ এবং হড় মানে মানব। একত্রে 'চুপি হড়', লেজ বিশিষ্ট মানব। 'হড়' শব্দটি পরবর্তীতে ভাষারীতি নিয়ম অনুসারে হড় > হর > হল = লহ বা ল বর্ণেতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'চুপি হড়' শব্দটি-চুপি+ল =চুপি ল হয়ে যায়। পরে আরও চুপি ল শব্দের বর্ণ বিপর্যয় চু+পিল > পিলচু শব্দ গঠিত হয়েছে। (মতান্তরে-জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দেহ অত্যন্ত থল থলে তুলার মতো নরম থাকায় সাঁওতালীতে - 'পিলিঞ পিলিঞ' দেহ থেকে পিলচু নামকরন হয়েছে। লিঙ্গ ভেদে হাড়াম এবং বুড়হি হয়েছে।

প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা ক্রমে লেখক বলেছেন 'হড়' শব্দের প্রাচীনতম রূপ হচ্ছে 'হড়ং' (মানব) পরবর্তীতে 'হড়ং' শব্দটির হড়ম (দেহ) হয়েছে। 'হড়ম' হতে হাড়াম হয়েছে। আর এক অর্থ ব্যাখা করেছেন চুপি+ল-হড়ং=পিলচু হাড়াম। লেজ পুড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জীব বি'নী ডারউইনের বিবর্তনবাদ ফলস্বরূপ জীবের অভিব্যক্তি ঘটেছে এটা নিশ্চিত। এই পিলচু হাড়াম তথা লেজ বিশিষ্ট কিম্বা লেজহীন বানর > নর বিবর্তিত আদি মানব পিতাকে সাঁওতালীতে 'আপা' (Father) অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় Apeman (এপম্যান) বলা হয়। লেজহীনকে বলা হয় 'বাঁড়হা আপা বাড়য়া আপা।' লিঙ্গ ভেদে বাঁড়হা (পুং) বাড়হি বুড়হি বা বুড়হি। আপ্পা বাড়ায়া শব্দ হতেই আপপা > আব্বা > বাবা শব্দ গঠিত হয়েছে। লেখকের ধারনা-ইসলাম পীরবাবা সম্ভবতঃ পিলচু বাবা শব্দেরই সমগোত্রীয় শব্দ।

প্রবন্ধের শেষাংশে - 'মিশরীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বনাম সাঁওতালী সংস্কৃতি' এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক সাঁওতালী শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ইউরোপীয় মতে 'নান' - (Nun)মানে সন্ন্যাসিনী এবং হিন্দু মতে সমুদ্র দেবী (গঙ্গা) 'নান' শব্দটি নাড় বা নীড় শব্দ হতে জাত হয়েছে। 'নাড়' শব্দ হতে 'নান' বা 'নাঙ' গঠিত। অর্থ 'কাল' বা সময় সূচক নান/নিতঃ নাঙ(আদিকাল) বোঝায়।

এভাবে নানগাম/নাঙগাম - ঐতিহাসিক কাল বিশ্ব সৃষ্টির প্রক্কাল বা মুহূর্ত হতে এনান নান/এনাঙ/-নাঙ(অতীতে)। নিতঃ নান/নিতঃ নাঙ-বর্তমান কাল। ধী - নান/ধীনাঙ-ভবিষ্যৎ।

নাঙ/নায়-মহাসমুদ্র(সামুদ-দারহা)= সমুদ্র - সা - মিন - দারহা = সমুনদর > সমুদ্র। নান/নাঙ > নাই+আয়ো =নায়ো (সমুদ্র দেবী মঙ্গলময়)।

এই ভাবে এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সাঁওতালী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।কোন কোন গোত্রের সাঁওতাল কোন বিশেষ জিনিষ ব্যবহারে বাধানিষেধ পালন করে।

'দাঃ মার্ডি'র রহস্যেরও তাৎপর্য সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।মিশর শব্দের মিশ শব্দ বিপর্যস্ত হয়ে শমী > রীয়=শমীরীয় সুমারান (ইংরাজী করন) করা হয়েছে। সাঁওতালীতে 'সুমার' শব্দকে সুমায় নামবাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমায় মানে সাঁওয়ায় সকড়া। (উর্বর কৃষি ক্ষেত্র)হিন্দু শাস্ত্রাদি পুরানগুলিতে বিপর্যস্ত করে বা উলটা হয়ে ঢুকে পড়েছে। যেমন সাঁওতালী সমায় বিপর্যস্ত হয়েছে। মায়-স > মায়স। মায়সা সমীরীয় > মহিসাসুর। মহিষ - সুমেরান (ইংরাজী করন) = মায়সা সরেন।সরেন গোত্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বিশেষ সরেন সিপাহী বলা হয়।

মিশরীয় পৌরানিক কিম্বদন্তী মিশরীয়রা কল্পনা করতেন মহাবিশ্ব-বিস্তৃত মহাসমুদ্র ছিল।নাম দিয়েছিল 'নান'। সাঁওতালীতে এই 'নান' কেই বলা হচ্ছে 'নাই' - (মহাসমুদ্র)।

'নাই' শব্দের আদিরূপ নাড় (জল)। জলশক্তি মাটি 'নাড়কা দা হাসা'- (নাড়কা হাসা)। সৃষ্টির প্রক্কালে কালচে লাল রংএর এঁটেল মাটি 'নাড়কা দা হাসা' বলে পরিচিত।

নাড়কাদা হাসা-ই হচ্ছে বৈশ্যাঘরের মাটি। যা দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য বস্তু। সাঁওতালীতে বৈশ্যা অর্থ ভালো। উপকারী/মঙ্গলময়। সাঁওতালী বশ হাসা বৈশ্যা হয়েছে। না হয় বসমতা(বসুন্ধরা)র বস মৃত্তিকা।বশ মানে স্থায়ী ভাবে বসে যাওয়া মাটি।

এই 'নাড়' শব্দই কোন এক সময় 'নার' বা নারী। সমুদ্রের খনি গর্ভের জল বা Mineral water. পরিশেষে 'নীর' শব্দ নীল এবং নাইদাঃ > নাদাই > নাদী হয়েছে।

'নারা' বা 'আরাঃ' মানে লাল (লোহিত) Redsea. নারাঃ অত্আ বা আরাঃঅতা = আরতা > আলতা (লাল মাটি) শব্দের উৎপত্তি। জলময় থেকে স্থলভূমিতে উত্তোর হবার সুযোগ দিয়েছিল। সেই দুঃসময়ের কবল হতে বাঁচাবার স্মৃতির চিহ্ন স্বরূপ লালজল রাঙ্গামাটির স্মৃতি গায়ে জড়িয়ে আসছে।

সর্বগ্রাসী 'নাইদাঃ' থেকে জীবন ও ফসলকে রক্ষা করার জন্য সাঁওতাল বা তাদের সর্বদেবতা মারাংবুরু (আগ্নেয়গিরি) কে সন্তুষ্ট করার জন্য দ্রাবন 'মাডি' বা 'হাঁড়ি' আর্পন করে।মন্ত্র উচ্চারন (বাঁখেড়) করে।

বৃত্তাকার মহাসমুদ্র-কেন্দ্রবিন্দুতে পৃথিবীর দেবতা 'জেব' আছে। যাকে সাঁওতালরা জেবরা বুডহি > জাহের এরা মারাংবুরুর স্ত্রী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

তার উপরে জন্ম নিয়েছে পৃথিবীর হরিৎ লতা গুল্ম বৃক্ষ মালা। পৃথিবীর একাংশ রক্তবর্ন-সেখানে মরুভূমির বর্বর মানুষ বাস করে। অন্য অংশে কৃষ্ণবর্ণ (কাড়য়া/কাড়াং Black)এই খানেই নীল নদের সুজলা সুফলা অববাহিকা। সম্ভবতঃ সাঁওতালী 'কাড়য়া' 'কাড়য়ো' শব্দ হতে মিশরের রাজধানীর নাম 'কায়রো' হয়েছে।

- ক্রমশঃ চলবে

Vol - VI, Issue - 4
Janu. - Febr. - 2020

BHABNA

[illegible]

Donation - 20/-

[illegible]

[illegible] 20/- [illegible] 200/- [illegible] (12 [illegible]) 1500/- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] A/c/ No 30320925101 (Dijapada Hansda) SBI Jhargram B.O. IFC Code : SBIN0000103 [illegible] SMS [illegible]

[illegible] M.O. [illegible]

Editor "BHABNA"
At + P.O. Chilkigarh, P.S. Jamboni, Dist Jhargram Pin 721503 (W.B.)
What app no 09434542468 email :- editorial.bhabna@gmail.com

If undelivered please return to :-
Editor, BHABNA
At + P.O. - Chilkigarh
P.S. - Jamboni
Dist.- Jhargram
Pin - 721503 (W.B.)
Mob. - 9434542468
e-mail - editorial.bhabna@gmail.com

To,

Book-Post

Owned, Published and printed by **DIJAPADA HANSDA** and published at Vill & P.O.- Chilkigarh, P.S. - Jamboni, Dist. - Jhargram, & Printed at Madhabi Xerox & Offset Printing, Mob. - 9679096664 **Hony Editor -** Dijapada Hansda Mob.- 9434542468, 9732600869